দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ..... 2 JUL 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ .....

দুর্নীতির কারণে দেড় যুগেও মাদ্রাসার সিলেবাস হালনাগাদ করা হয়নি

দাখিলের বই ছাপা নিয়েও চলছে অনিয়ম

শরিফুজ্জামান পিন্টু

টানা দেড় যুগ ধরে মাদ্রাসা বোর্ডের বই ছাপা নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রথা এবারও বহাল রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে এক শ্রেণীর অসাধু প্রকাশক ও মুদ্রাকর। এই দেড়যুগে মাদ্রাসার ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাস হালনাগাদ হয়নি অবৈধ অর্থনৈতিক

(৭- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

দুর্নীতির কারণে

(৮-এর পাতার পর)

লেনদেনের জোরে) যে কারণে ১৮ বছর আগের বিভিন্ন তথ্য শিখছে দাখিল স্তরের ছেলেমেয়েরা। মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে নোটবই বাধ্যতামূলক গছিয়ে দেয়া এবং বইয়ের গায়ে লেখা দামের চেয়ে বেশি দাম আদায় করার রেওয়াজ চালু রাখতে মহলটি এবারও তৎপর হয়ে উঠেছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এমনকি ইবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যপুস্তক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ছাপলেও কেবল দাখিল স্তর থেকে যাচ্ছে নিয়ম-নীতির বাইরে।

জানা যায়, দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তক জিম্মি হয়ে আছে গুটিকয়েক দুর্নীতিবাজ প্রকাশকের কাছে। তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাদ্রাসা বোর্ডকে ম্যানেজ করে বছরের পর বছর টেন্ডার ছাড়াই অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় মাদ্রাসার ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর বই ছাপছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদিকে মুদ্রাকর ও প্রকাশকরা বার বার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাদ্রাসা স্তরের বই ছাপার দাবি জানিয়ে হতাশ হচ্ছে।

দেশে বই ছাপার সঙ্গে জড়িত সাত শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কাজ করার সুযোগ না দিয়ে কতিপয় প্রকাশককে অবৈধভাবে কাজ দেয়ায় প্রকাশনা জগতে বিষয়টি ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

মন্ত্রণালয় বই ছাপার ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম আছে। এগুলো অবশ্যই দূর করে সঠিক উপায়ে বই ছাপা হবে। প্রকাশকরা পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে যাতে নোট বই বাধ্যতামূলকভাবে গছিয়ে দিতে না পারে এবং গায়ের দামের চেয়ে বেশি দাম না রাখে সে বিষয়টি নিশ্চিত করে অচিরেই বই ছাপার উদ্যোগ নেয়ার কথা জানান তিনি। প্রফেসর মনিরুল ইসলাম আরও বলেন, আলিম ও দাখিল স্তরের সিলেবাস দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তন করা হয় না। তবে এই পরিবর্তন ২০০৪ সালে হবে।

জানা যায়, দুর্নীতিবাজ চক্রটি যুগ যুগ ধরে দাখিল স্তরের বই একচেটিয়াভাবে ছেপে ফায়দা লুটে আসছে। গত ১৮ বছর ধরে দাখিল স্তরের সিলেবাস পরিবর্তন না হবার কারণও এই অসাধু চক্রের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য। তাছাড়া যেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বই দাখিল স্তরে পড়ানো হয় তাদের বেশিরভাগই দুই থেকে পাঁচ লাখ টাকা উৎকোচ দিয়ে বই বা সিলেবাস পরিবর্তনের উদ্যোগ থামিয়ে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।